তারিখ ...9 MAY 2017...
পৃঃ ...20... কলাম ...৫...

সেই নিখোঁজ শিক্ষক এবিটির সংগঠক

তিন সহযোগীসহ গ্রেফতার

সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখোঁজ শিক্ষক এবিএম সোহেল উদ দৌলা নিষিদ্ধ সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সংগঠক বলে জানিয়েছে পুলিশ। তিন সহযোগীসহ সোহেলকে গ্রেফতারের পর গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেফতার অন্য তিনজন আহাদুল ইসলাম সাগর, জগলুল হক মিঠু ও তোয়াসিন রহমান। তারা এবিটির দাওয়া শাখার সদস্য। গতকাল তাদের পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও

পৃ. ১৫ : ক. ৬ ● ছবি পৃষ্ঠা-২

সেই নিখোঁজ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সোহেল গত ৪ মে বিকেলে নিখোঁজ হন। এ ব্যাপারে ওইদিন রাতে তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। সোহেল বিশ্ববিদ্যালয়টির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) প্রধান মনিরুল ইসলাম জানান, গত রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মতিঝিলের পীরজঙ্গি মাজার এলাকা থেকে সোহেলসহ এবিটির চার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। সোহেল এবিটির সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাকি তিনজন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। যেসব দেশে জিহাদ চলমান রয়েছে সেগুলোতে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি সদস্যদের পাঠিয়ে প্রশিক্ষিত করে আনার পরিকল্পনা ছিল সোহেলের। গ্রেফতার সাগর, জগলুল ও তোয়াসিনকে সিরিয়ায় পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সোহেল।

গ্রেফতার হওয়া যুবকদের ভাষায়, প্রকৃত মুজাহিদের তত্ত্বাবধানে জিহাদ করতে না পারলে প্রকৃত মুজাহিদ হওয়া যায় না। তাই তারা আফগানিস্তানে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় তারা সিরিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মনিরুল ইসলাম জানান, 'সিরিয়ায় সরাসরি যাওয়া যাবে না জেনে, তারা তুরস্কসহ আশপাশের দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। সেখান থেকে তাদের সিরিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কয়েকটি দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকলে তুরস্কের ভিসা পাওয়া সহজ বলে তারা তাদের পাসপোর্টে অন্যান্য দেশের ভিসা লাগানোর চেষ্টা করছিল। এরই মধ্যে তারা ভারত, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার ভিসার আবেদন করেছে, যাতে পর্যটক হিসেবে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় যেতে পারে। সিরিয়ায় গিয়ে আল কায়দার সহযোগী সংগঠন জামাত-আল-নুসরায় যোগ দিয়ে জিহাদে প্রশিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে জঙ্গি হামলার উদ্দেশ্য ছিল তাদের। কিন্তু এর আগেই গ্রেফতার হওয়ায় তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।'

সিটিটিসি প্রধান জানান, 'গ্রেফতারকৃতরা বিভিন্ন সময় ব্লগার হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২০১৪ সালে পলাতক জঙ্গি হাসান ওরফে রেজার মাধ্যমে তারা জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে টেলিগ্রাম অ্যাপসসহ বিভিন্ন প্রটেকটিভ মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করত। সোহেল বিদেশে এবিটির পলাতক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তাদের সঙ্গে বরখাস্ত মেজর জিয়ার যোগাযোগ রয়েছে। এই দলের আরও ক'জন পলাতক। তাদের কাছ থেকে দুটি ল্যাপটপ, দুটি মোবাইল ফোন, একটি পাসপোর্টসহ দুটি বই উদ্ধার করা হয়।'

গ্রেফতার চারজনকে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে গতকাল আদালতে পাঠানো হয়। রিমান্ড শুনানি শেষে আদালত তাদের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সোহেলের ভাই শফিক গতকাল সমকালকে বলেন, গত ৪ মে বিকেলে তার ভাই সোহেল পল্লবীর বাসার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। গতকাল তিনি জানতে পারেন, তার ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর